বার্ষিক চাঁদা—৩৲
প্রতি সংখ্যা—৵০

Regd. No. C.—1356

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

দশম বর্ষ

ত্রয়োদশ সংখ্যা

১৫ই মাহে ওফা—১৩১৯ হিঃ, শঃ] — [১৫ই জুলাই, ১৯৪০ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم

هو الناصر

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের কতিপয় উপদেশ

দেশে শান্তি স্থাপন সম্পর্কে আহমদীয়া জমাতের কর্ত্তব্য

আহমদীয়তের সত্যতার একটি তাজা নিদর্শন

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্ সানীর (আইঃ) ৩১ শে মে, ১৯৪০, তারিখের খোৎবার সার মর্ম্ম

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

"আমি অদ্য জমাতকে দেশে শান্তি স্থাপন সম্পর্কে কতিপয় উপদেশ দিতে চাই :—

বর্ত্তমান যুগ 'এশাত' বা প্রপেগেণ্ডার যুগ। এই জন্যই হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) সম্পর্কে কতিপয় আওলিয়া (সাধু পুরুষ) বলিয়া গিয়াছেন, তিনি 'সুলতানুল্-কলম' বা 'লেখনী-সম্রাট' হইবেন। বস্তুতঃ আজকাল কলমের সাহায্যে যত কাজ হয়, তরবারীর সাহায্যে তত হয় না। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) একটি গল্প শুনাইতেন। রুস্তম এক মশ্‌হুর পালওয়ান ছিলেন। একদা তাঁহার ঘরে চোর ঢোকে। এমন সময় দৈবক্রমে রুস্তমের চোখ খুলিয়া যায়। রুস্তম চোরকে ধরিয়া ফেলে, ফলে উভয়ের মধ্যে কুস্তি আরম্ভ হয়। চোর রুস্তম অপেক্ষাও অধিকতর বলবান ছিল। সে রুস্তমকে ভূপাতিত করিয়া তাহার বক্ষে চড়িয়া বসে এবং ছুরিকা দ্বারা তাহাকে নিহত করিতে উদ্যত হয়। রুস্তম নিজ জীবন বিপদাপন্ন দেখিয়া এবং নিজ শক্তি ও বল কম দেখিয়া নিজ 'রউব্' বা প্রভাব দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিতে মনস্থ করিল এবং চোর ছুরি হানিতে উদ্যত হইলে বলিয়া উঠিল, "রুস্তম আসিয়াছে, রুস্তম আসিয়াছে।" চোর রুস্তম আসিয়াছে শুনিয়া তাহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। কারণ সে রুস্তমকে তাহার চাকর বলিয়া মনে করিয়াছিল। প্রথমেই যদি চোরের জানা থাকিত যে, তাহার প্রতিদ্বন্দি স্বয়ং রুস্তমই, তবে সে হয়তো তাহার সঙ্গে মোকাবেলাই করিত না। ফলতঃ বাস্তব রুস্তম হইতে রুস্তমের নামের প্রতাপ-প্রভাব অধিক ছিল। বস্তুতঃ 'রউব' বা প্রভাবই মানুষকে জব্দ করিয়া ফেলে।

কোন জাতিকে ধ্বংস করিবার জন্য নৈরাশ্য অপেক্ষা সাংঘাতিক আর কিছুই নহে। তাই আমার খেলাফতের সময় আমি জমাতকে কুকথা বিস্তার করিতে এবং কৌমের মধ্যে নৈরাশ্যকর কথা প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছি। রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—من قال هلك القوم فهو اهلكهم—অর্থাৎ "যে বলে যে, জাতি ধ্বংস হইয়াছে, সে স্বয়ং জাতিকে ধ্বংস করে।" কারণ, কোন জাতি সম্বন্ধে যখন বলা হয়, উহা মরিয়া গিয়াছে, তখন উহা বাস্তবিকই মরিতে আরম্ভ করে। পক্ষান্তরে কোন জাতি সম্বন্ধে যখন বলা হয়, উহা খুব উন্নতি করিতেছে, তখন সেই জাতির দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের মধ্যেও সাহসের সৃষ্টি হয় এবং তাহারা উন্নতি-পথে অগ্রসর হয়।

উন্নতির অবশ্য আরো অনেক কারণ আছে—যথা, উচ্চ নীতি, ইমানে-কামেল বা পূর্ণ-বিশ্বাস। কিন্তু কোন জাতি যখন প্রসার লাভ করে তখন উহার সকল লোকই সম-ইমান সম্পন্ন হয় না। কতিপয় লোকের ইমান এত দৃঢ় হয় যে, তাহাদিগকে যতই বলা হয়, জাতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে কোন নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয় না এবং তাহাদের উদ্দীপনাও কমে না। কিন্তু প্রত্যেক জমাতেই কতিপয় দুর্ব্বল লোকও থাকে। দুর্ব্বল লোকগণ যখন

শুনে যে, জমাত মরিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা নিজেরাও মরিতে আরম্ভ করে; পক্ষান্তরে যখন তাহারা শুনে যে, জমাত উন্নতি করিতেছে তখন তাহাদের মধ্যেও উদ্যমের সৃষ্টি হয়।...

বর্ত্তমান যুদ্ধে এই প্রপেগেণ্ডা দ্বারা কাজ লওয়া হইতেছে এবং জার্ম্মান জাতি এই অস্ত্র বিশেষ ভাবে ব্যবহার করিতেছে। খোদাতা'লারও কুদরত, তাহাদের এরূপ সুযোগ লাভ হইয়াছে যাহাতে তাহাদের কথা লোকের হৃদয়ে অধিক প্রভাব বিস্তার করিতেছে। প্রথমতঃ তাহারা পোলেণ্ড আক্রমণ করে যথায় ইংরাজগণের পৌঁছিবার কোন সুযোগ ছিল না, এবং তাহারা তরবারীর বলে তাহা জয় করে। অতঃপর তাহারা ডেনমার্ক আক্রমণ করতঃ রাতারাতি তাহা নিয়া যায়। ডেনমার্কের মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য ছিল, আর জার্ম্মানীর সৈন্য ছিল ৮০ লক্ষ। অতঃপর তাহারা নরওয়ে আক্রমণ করে এবং তথায়ও অনেক কৃতকার্য্যতা লাভ করে। তৎপর হলেণ্ড আক্রমণ করতঃ তাহাও জয় করিয়া নেয়। অতঃপর বেলজিয়ম আক্রমণ করে এবং তথায়, খোদাতা'লারই হেকমত, মিত্রশক্তির কোন ভুল বশতঃ তাহাও তাহারা করতলগত করে।

মিত্র শক্তির ভ্রান্তি, আমার যতটুক বিশ্বাস, তাহাদের নিজেদের শক্তির গর্ব্বে হইয়াছিল। ফরাসী কমেণ্ডার মনে করিয়াছিল, তাহাদের নিকট যুদ্ধের এত আয়োজন ও উপকরণ রহিয়াছে যে, যখনই চাহিবে তখনই তাহারা জার্ম্মানীর অগ্রগতি রোধ করিতে পারিবে। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। কারণ তাহাদের নিকট আয়োজন বেশী থাকিলেও তাহা তাহারা পূর্ণ রূপে কাজে লাগাইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে জার্ম্মানীর নিকট যাহাই ছিল তাহাই তাহারা পূর্ণরূপে কাজে লাগাইতেছিল। যথা, তাহাদের নিকট লৌহ কম হইয়া গেলে তাহারা সমস্ত জার্ম্মান দেশে ঘোষণা করিয়া দেয় যে, হিটলারের সমীপে এক বিজয়-উপহার পেশ করা প্রত্যেক জার্ম্মানীর অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সেই উপহার এই হইবে যে, যাহার ঘরে যে লৌহ আছে—কোন শিকল, বা বেকার শলাকা বা কড়াই বা উনুনই হউক না কেন—তাহাই জাতির জন্য হিটলারকে উপহার স্বরূপ দান করা হউক। ফলে লোকে নিজেদের ঘরের দরওয়াজা ভাঙ্গিয়া লৌহ পেশ করিতে লাগিল এবং লৌহের স্তূপ জমিয়া গেল।

জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট লৌহ গ্রহণ করিয়া তদ্বারা যুদ্ধের ট্যাঙ্ক ও জাহাজ ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া লইল। মিত্র-শক্তির নিকট অবশ্য লৌহ অধিক ছিল, কিন্তু তদ্বারা তাহারা ট্যাঙ্ক ও জাহাজ প্রস্তুত করে নাই, কারণ তাহাদের ধারণা ছিল, তাহাদের নিকট বহু সমরায়োজন আছে এবং তৎ-সাহায্যে তাহারা জার্ম্মানীর গতি রোধ করিতে পারিবে। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। মিত্রশক্তি বেলজিয়ম ও হলেণ্ডকে দোষ দিয়া বলে যে, তাহারা হিটলারের উপর বিশ্বাস করিয়াছিল এবং মনে করিয়াছিল যে, হিটলার তাহাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবে। কিন্তু স্বয়ং মিত্রশক্তিই ভুল করিয়াছিল; তাহারা মনে করিয়াছিল, জার্ম্মানী হলেণ্ড ও বেলজিয়মের পথে আক্রমণ করিবে না; নতুবা তাহারা সেই দিক দিয়াও মেজিনো লাইন প্রস্তুত করিল না কেন? তাহাদের হৃদয়ে যদি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ জন্মিত যে জার্ম্মানী এই দিক দিয়া আক্রমণ করিতে পারে তবে নিশ্চয়ই তাহারা প্রতিকারের কোন-না-কোন ব্যবস্থা করিত। কিন্তু তাহারা মনে করিয়াছিল, জার্ম্মানী পুনরায় এই পথে আক্রমণ করিবে না। ফলে জার্ম্মানী যখন কার্য্যতঃই সেই পথে আক্রমণ করিয়া বসিল তখন সেই আক্রমণ রোধ করিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিল না; কিন্তু তাহারা ভাবিল, সমস্ত জগতে যেহেতু দুর্ণাম পড়িয়া গিয়াছে যে, ব্রিটিশ ও ফ্রান্স ছোট ছোট রাজ্য-সমূহকে যুদ্ধে উবুদ্ধ করিয়া পরে সাহায্য করে না, তাই, এই অপবাদ খণ্ডন করিবার জন্য হলেণ্ড ও বেলজিয়মকে অবিলম্বে সাহায্য প্রদান করা আবশ্যক। কিন্তু ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের পক্ষে যদি অপবাদ হইতে বে-পরোয়া থাকিবার কোন সময় ছিল তবে তখনই ছিল। তখন তাহাদের উচিত ছিল অপবাদের কোন পরওয়া না করিয়া নিজেদের তৈয়ারী না হওয়া পর্য্যন্ত নিজ নিজ স্থান হইতে এক ইঞ্চিও না নড়া। যাহা হউক, এই অপবাদের ভয়ে তাহারা বেলজিয়মে নিজেদের সৈন্য চালনা করিয়া দিল; ফলে ফ্রান্সের উত্তর সীমানা একেবারে খালি হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত যে সেনাপতি বেলজিয়মে প্রেরিত হইয়াছিল, সে এক মারাত্মক ভুল এই করিল যে, নদীর সেতু ভঙ্গ করিল না। অথচ যুদ্ধের নীতির দিক দিয়া উচিত ছিল, সেই সেতু অবিলম্বে ভঙ্গ করিয়া দেওয়া, যেন শত্রু সেই সেতু সাহায্যে দেশাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে। দ্বিতীয় ভুল এই হইয়াছিল যে, তাহারা নিজ সৈন্যদের পিছনে ডিফেন্স লাইন প্রস্তুত করে নাই, অথচ নীতির দিক দিয়া ডিফেন্সকারী সৈন্যদলের পিছনে অপর একটি ডিফেন্স্ লাইন থাকা আবশ্যক, যেন শত্রু প্রথম ব্যূহ ভেদ করিলেও দ্বিতীয় ব্যূহ দ্বারা প্রতিহত হয়। এই দুই ভুলের কারণেই জার্ম্মাণ সৈন্য অনায়াসে ফ্রান্সে প্রবেশ করে।

মোট কথা, এই যুদ্ধে এরূপ কতিপয় দৈবঘটনার সমাবেশ হয়, যাহার ফলে জার্ম্মানীর প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং লোক নিজেদের অজ্ঞতা বশতঃ জার্ম্মানীর খবরকেই অধিকতর বিশ্বাস্য মনে করিতে থাকে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা এই যে, জার্ম্মানীর খবরই মিথ্যা হয়। কয়েক মাস পূর্ব্বে জার্ম্মানী হইতে রেডিও যোগে এই সংবাদ প্রচার করা হয় যে, পাঞ্জাবে ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে ডাকাতি হইতেছে এবং ইংরাজগণ ভয়ে পালাইতেছে; প্রকৃত কথা এই যে, তখন আফগান সীমান্তে কতিপয় উজিরী লোক ডাকাতি আরম্ভ করে এবং তাহা একটি সামান্য ব্যাপার ছিল। কিন্তু এই ঘটনাকেই পাঞ্জাবে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া প্রচার করা হয়। অথচ লোক অজ্ঞতা বশতঃ জার্ম্মানীর খবরকেই অধিকতর সত্য বলিয়া মনে করে; আবার সেই খবরকে অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার করে।

আমাদের দেশে কথা অতিরঞ্জিত করিয়া বলার অভ্যাস খুব বেশী। কেহ যদি রাগের বশে কাহাকেও চপটাঘাত করিয়া

ফেলে, তবে সংবাদ-দাতা শেষোক্ত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে যাইয়া বলিবে, 'অমুক ব্যক্তি তোমার অমুক আত্মীয়ের অন্ত্র পর্য্যন্ত বাহির করিয়া দিয়াছে। ঘটনাক্রমে, সেই সংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি দূর সম্পর্কিত আত্মীয় হয় তবে সে যাইয়া প্রহৃত ব্যক্তির ভাই বা অন্য কোন ঘনিষ্ট আত্মীয়কে বলিবে, "তোমার অমুক আত্মীয় মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের মেহমান"। এই সংবাদ যদি তখন পর্য্যন্ত মাতাপিতার নিকট না পৌঁছিয়া থাকে তবে সেই ভ্রাতা বা ঘনিষ্ট আত্মীয় যাইয়া মাতাপিতাকে একথা বলিবে না যে, তাহাদের পুত্র মরণোন্মুখ, বরং বলিবে যে, তাহাদের পুত্রকে মারিয়াই ফেলিয়াছে।

বস্তুতঃ এদেশে সামান্য সামান্য ব্যাপার অতি-রঞ্জিত প্রচারিত হয় এবং অজ্ঞ লোকগণ তাহাই বিশ্বাস করে। এই জন্য কোরাণ-করীমে আদেশ আসিয়াছে, "তোমরা কোন দুঃসংবাদ শুনিলে তাহা তৎক্ষণাৎ লোক-মধ্যে প্রচার না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে জানাও"।

যুদ্ধ সম্বন্ধেও দেখা যায় যে, সামান্য সামান্য বিষয়কে এ দেশে অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার করা হয়। বিশেষতঃ ভারতবাসীগণ ভারতের উপর ইংরেজের কর্ত্তৃত্বকে যে-হেতু অসন্তোষের চক্ষে দেখে, তাই তাহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিলেই তাহাকে জিব্রাইলের মুখ-নিসৃত বাণীর ন্যায় মনে করিবে এবং তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করিবে না। অথচ জার্ম্মাণ হইতে যে-সকল খবর ব্রড্‌কাষ্ট করা হয় তাহাতে বহু মিথ্যা সংমিশ্রিত থাকে। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদ প্রচারে এই রীতি রহিয়াছে যে, আক্রমণকারীগণ কোন দেশের সীমাতিক্রম করিলেই ঘোষণা করিয়া দেয় যে, তাহারা সেই দেশ জয় করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীগণ এসব রীতি অবগত নহে এবং যাহাদের প্রতি তাহারা বীত-শ্রদ্ধ তাহাদের বিরুদ্ধে কোন গুজব শুনিলেই তাহা লোকমধ্যে প্রচার করিতে থাকে এবং অতি-রঞ্জিত করিয়া তাহা প্রচার করে। এইরূপ সংবাদ প্রচারের ফল ভাল হয় না। ইহাতে দেশে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং উপদ্রব-অশান্তি ঘটিবার আশঙ্কা হয়। অতএব প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য, এই অবস্থার সংশোধন করিতে চেষ্টা করা এবং দেশে শান্তি কায়েম রাখিবার উদ্দেশ্যে এরূপ সংবাদ-প্রচার হইতে বিরত থাকা। **আমাদের বিশ্বাস তো ইহাই যে, ইংরাজ খোদা চাহে তো, পরাজিত হইবে না। হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) দোয়া দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়।** কিন্তু এসব কথা বুঝিতে যদি আমাদের কোন ভুলও হইয়া থাকে তবু সে-সময় বহু দূর।

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) মিথ্যা সংবাদ প্রচারের বা সংবাদ প্রচারে সাবধানতা অবলম্বন না করার কুফলের কথা বর্ণনা করিয়া বলেন :—

আমাদের জমাতের উচিত, কুসংবাদ প্রচার-জনিত উপদ্রব হইতে দেশকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগীতা করতঃ উপদ্রব সৃষ্টিকারিগণের মোকাবেলা করা। আমাদের জমাতের উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, মোমেন 'বুজদেল' (ভীরু) হয় না। সামান্য হইতে সামান্যতর মোমেনও দুই জনের মোকাবেলা করিতে পারে এবং পাক্কা মোমেন তো একা দশ জনের মোকাবেলা করিতে পারে। ইসলামের ইতিহাস হইতে তো দেখা যায় যে, এক জন মোসলমান কোন কোন সময় দুই শতেরও মোকাবেলা করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও বলে যে, তাহারা সকল বিপদেই ভারতবর্ষকে সাহায্য করিবে। আমরা গবর্ণমেণ্টের ওয়াদায় বিশ্বাস রাখি। এতদ্ব্যতীত **আহমদীয়তের কেন্দ্র ভারতবর্ষে অবস্থিত এবং আহমদীয়া জমাতের লোক অধিকাংশ এদেশেই আছে।** এই সব কারণেও আমার বিশ্বাস, আল্লাহ্-তা'লা এই দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করিবেন না। যাহা হউক, প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্‌তা'লাই জানেন। যদি কোন সময় ভারতে কোন ফাসাদ সৃষ্টি হয় তবে আমাদের জমাতের বন্ধুগণের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাহাদের অর্দ্ধেক লোক পেশ করিতে হইবে, ততোধিক নহে। যদি এক শ' জন আক্রমণ করে তবে ষাট জন পেশ না করিয়া পঞ্চাশ জনই পেশ করিবে। এক শ' জনের মোকাবেলায় যদি দশ জন পেশ করা হয় তবে আরো ভাল কথা। জাহেল, মোনাফেক ও ইমান সম্পর্কে অজ্ঞ লোকগণ বলিবে, "তিনি কেমন অজ্ঞের শিক্ষা দিতেছেন"। কিন্তু কোরাণের শিক্ষা ইহাই। প্রকৃত কথা এই যে, এই শিক্ষার ভিতর এত 'হেকমত' বা নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে যে, কোন জাতি যদি এই শিক্ষা পালন করে তবে তাহাদের এত শক্তি সঞ্চয় হইবে যে, কেহই তাহাদের মোকাবেলা করিতে পারিবে না। সামরিক নীতির দিক দিয়াও সমস্ত লোক একেবারে লড়াই করা বেকুফী।

অতএব আমি জমাতকে উপদেশ দিতেছি যে, কু-সংবাদ লইয়া দৌড়ান, লোক-মধ্যে তাহা প্রচার করা এবং তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করা, অতি বড় পাপ এবং ইহার ফলেই দেশের শান্তি বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা। দেশে যদি কখনো ফাসাদ আরম্ভ হয় এবং লোক দল বাঁধিয়া একে অন্যের উপর আক্রমণ করে এবং লুটতরাজ আরম্ভ করে তবে ইহার দায়ীত্ব সেই লোকদের উপরই হইবে যাহারা এরূপ কুসংবাদ প্রচার করে। যদি কোন স্থানে একটি আহমদীও এই রূপ ফাসাদের ফলে মারা যায় তবে ইহার সমস্ত পাপ সেই ঘৃণ্য-প্রকৃতি-বিশিষ্ট আহমদীরই হইবে যে এই রূপ সংবাদ শুনিয়া আনন্দ করিত এবং লোকের নিকট হাসিয়া হাসিয়া তাহা বলিত। সে খোদাতা'লার সমীপে মহা পাপী ও অপরাধী হইবে; সে গয়ের-আহমদীদের চেয়ে অধিকতর দোষী হইবে, কেননা তাহাকে এ বিষয়টি বুঝান সত্ত্বেও সে তাহা বুঝে নাই। তাহার উচিত আল্লাহতা'লাকে ভয় করা এবং দোয়ায় নিরত থাকা। এরূপ সময় হাসি-ঠাট্টা ও বাচালতা করা বড়ই হীনতা। বর্ত্তমানে জগতের সম্মান, শান্তি, সুখ ও জীবন বিপদাপন্ন। অতএব সেই ব্যক্তি বড়ই নির্লজ্জ যে ঘরে বসিয়া যুদ্ধের খবর শুনিয়া তাহার উপর হাসি-ঠাট্টা করে। সে এ-কথা ভাবে না যে, বর্ত্তমানে পনর বিশ লক্ষ লোক—তাহারা জার্ম্মানীরই হউক বা ব্রিটিশেরই হউক, ফ্রান্সেরই

হউক বা পোলেণ্ডেরই হউক—রাত্র-দিন শ্বাস না ফেলিয়া যুদ্ধ করিতেছে এবং টাঙ্ক ও মটর গাড়ীর নীচে নিষ্পেষিত হইতেছে। বর্ত্তমানে এরূপ লক্ষ লক্ষ ঘর আছে যথায় মাতা, ভগ্নি, কণ্যা বা স্ত্রী প্রতি-মুহূর্ত্তে এই অপেক্ষায় আছে যে, কখন তার আসে—"আজ তোমার পুত্র মারা গিয়াছে", "আজ তোমার ভ্রাতা মারা গিয়াছে", আজ তোমার স্বামী মারা গিয়াছে", "আজ তোমার ভ্রাতা বা পুত্র মারা গিয়াছে"। এই সকল ব্যাপার কি হাসির উদ্রেক করিতে পারে? যাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ইমান বা মনুষ্যত্ব আছে সে কখনো এই সকল খবর হাসি-ঠাট্টার সহিত শুনিতে পারে না। এরূপ অবস্থায়ও যদি কেহ হাসি-ঠাট্টা না ছাড়ে তবে সে মানুষ বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য নহে, বরং সে শরীর-বিশিষ্ট শয়তান।

মহা ঐশী নিদর্শন

দ্বিতীয় যে বিষয়ের প্রতি আমি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই তাহা এই যে, এই মসজিদেই খোদাতা'লা তোমাদিগকে এক মহা নিদর্শন দেখাইয়াছেন। অদ্য হইতে পাঁচ দিন পূর্ব্বে এই মসজিদেই দাঁড়াইয়া আমি তোমাদিগকে আমার এক এল্‌হাম (ঐশীবাণী) শুনাইয়াছিলাম যে, শনিবার ও রবিবারের মধ্যবর্ত্তী রাত্রে এক বাদশাহ আমার চোখের সামনে দিয়া চলিয়া গেল। **অতঃপর আমার প্রতি এল্‌হাম হইল—এবডিকেটেড্‌** (Abdicotad), এবং আমি বলিয়াছিলাম যে, ইহার তাবির বা ভাবার্থ আমার নিকট এই বোধ হয় যে, **এই যুদ্ধে কোন বাদশাহ্‌ সিংহাসন-চ্যুত হইবেন,** কিম্বা কোন সিংহাসন-চ্যুত বাদশাহ্‌র দ্বারা কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। এই এল্‌হামের পর তিন দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই খোদাতা'লা বেলজিয়মের বাদশাহ্‌ লিউপোল্‌ড্‌কে হটাৎ সিংহাসন-চ্যুত করিয়া দিলেন। ইংলণ্ডের নৌ-বিভাগের কর্ত্তা বলেন যে, তিনি রাত্রিকালে তাঁহার নিকট (অর্থাৎ রাজা লিউপোল্ডের নিকট) বসা ছিলেন। কিন্তু তিনি একথা জানিতেন না যে, ভোর বেলায়ই তিনি (অর্থাৎ রাজা লিউপোল্ড) এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন। অভিধানে 'এব্‌ডিকেটেড্‌' শব্দের অর্থ লেখা হইয়াছে, এমন এক ব্যক্তি যে নিজ অধিকার ত্যাগ করিয়া দেয়—প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা, বা কার্য্যতঃ নিজ কর্ত্তব্য সমাধা না করিয়া। অর্থাৎ, হয় তো তিনি স্বয়ং বলিয়া দেন যে, তিনি বাদশাহ নহেন, কিম্বা এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তিনি বাদশাহ্‌র কর্ত্তব্য সমাধা করিতে পারেন না। ঠিক এই শব্দ গুলিই বেলজিয়ম গভর্ণমেণ্ট ব্যবহার করিয়াছে এবং বলিয়াছে—"আমাদের বাদশাহ এখন জার্ম্মান জাতির হাতে এবং তিনি আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিতে অক্ষম। অতএব এখন বেলজিয়মের আইন-গত গভর্ণমেণ্ট আমরাই—লিউপোল্ড নহেন। সুতরাং বেলজিয়মের লোক যেখানেই থাকুক না কেন, তাহাদের উচিত হইবে লিউপোল্ডের কথা না মানিয়া আমাদের কথা মানা।"

একবার চিন্তা করিয়া দেখ, কত বড় নিদর্শন খোদাতা'লা তোমাদিগকে দেখাইয়াছেন! শনিবার ও রবিবারের মধ্যবর্ত্তী রাত্রে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে এই নিদর্শন দেখাইয়াছেন এবং মঙ্গলবার রাত্রে বেলজিয়মের বাদশাহ্‌ অন্য কাহাকেও না জানাইয়া জার্ম্মানীর নিকট আত্ম-সমর্পণ করেন। কোন মানব কি এরূপ গায়েবের কথা জানিতে পারে? যে-সকল লোক তাঁহার পাশে পাশে থাকিত, যে-জেনারেল তাঁহার দক্ষিণে-বামে থাকিত, যে মন্ত্রিগণ সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত তাহারা সকলেই বলেন যে, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহারা লিউপোল্ডের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিতেন না। অধিক অনুসন্ধান করিলে হয়তো ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে, যে-তারিখে লিউপোল্ড এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ঠিক সেই তারিখেই আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে এই ঘটনা অবগত করিয়াছিলেন। * অর্থাৎ এক দিক দিয়া শনিবার ও রবিবারের মধ্যবর্ত্তী রাত্রে বেলজিয়মের বাদশাহ্‌ জার্ম্মাণীর নিকট আত্ম-সমর্পণের সিদ্ধান্ত করেন, আর এক দিক দিয়া যখন তাঁহার মন্ত্রিগণও একথা জানিতেন না তখন আল্লাহ্‌তা'লা সহস্র সহস্র মাইল দূর হইতে, করাচী মেইলে এই সংবাদ আসিতে না আসিতেই, আমার নিকট এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেন এবং বলেন, "আমি তোমাকে জানাইতেছি, **যুদ্ধের সহিত সম্পর্কিত এক বাদশাহ্‌ সিংহাসন-চ্যুত হইয়াছে।**"

কত মহা শক্তির অধিকারী আমাদের খোদা! 'আলীম' (জ্ঞানী) ও 'খবীর' (জ্ঞাত) তিনি! যে বিষয় সম্বন্ধে আমি অনবগত ছিলাম, যে বিষয় সম্বন্ধে মন্ত্রিগণ অনবগত ছিলেন, যে বিষয় সম্বন্ধে বাদশাহ্‌র পাশে-পাশে সর্ব্বদা যাহারা ছিলেন তাহারাও অজ্ঞাত ছিলেন, তৎ সম্বন্ধে খোদাতা'লা পূর্ব্বেই আমাকে অবগত করিয়া দেন এবং তিন দিন মধ্যেই তাহা পূর্ণ হয়।

ইহা খোদাতা'লার 'এল্‌মে-গায়েবের' (অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকিবার) এক মহা নিদর্শন। **খোদাতা'লা সর্ব্বদাই আমাদিগকে এল্‌মে-গায়েবের খবর দিতেছেন। ইহা আহমদীয়তের সত্যতার এক মহা প্রমাণ।** এতদসত্ত্বেও অনেক অজ্ঞ আহমদী খোদাতা'লার দিকে না ঝুকিয়া দুনিয়ার দিকে ঝুকিয়া পড়ে। তাহারা নামের দিক দিয়া তো আমাদের সাথী, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাহারা আমাদের সাথী নহে, কেননা, খোদাতা'লার উপর তাহাদের বিশ্বাস নাই।

বিগত যুদ্ধের সময়ও যখন বেলজিয়মের উপর আক্রমণ করা হয় তখনো খোদাতা'লা কতিপয় গায়েবের খবর আমাকে জানাইয়া ছিলেন। আমি দেখিয়াছিলাম, এক পক্ষে ইংরাজ ও ফরাসী এবং অপর পক্ষে জার্ম্মানী, এই উভয় দলের মধ্যে ফুটবল মেচ হইতেছে। জার্ম্মানী ফুটবল লইয়া গোলের নিকটবর্ত্তী হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু 'গোল' করিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে মিত্রশক্তি পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে এবং ফুটবলকে অপর দিকে চালিত করে। তদ্দর্শনে জার্ম্মানী পিছনের দিকে ধাবিত হয় এবং

* অনুসন্ধানে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে—সঃ আঃ

ইংরাজগণও ফুটবল লইয়া ধাবিত হইতে থাকে। ইংরাজগণ গোলের নিকট পৌছিলে জার্ম্মানী তথায় কতিপয় গোলাকার বস্তু প্রস্তুত করতঃ তন্মধ্যে বসিয়া পড়ে এবং ইংরাজগণ বাহিরেই বসিয়া পড়ে। ঠিক এইরূপ ঘটনাই ঘটিয়াছিল। জার্ম্মানী যখন ফ্রান্স আক্রমণ করে তখন প্রথমতঃ পেরিস পর্য্যন্ত পৌছিয়া যায়, কিন্তু পরে তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। সীমান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহারা ট্রেঞ্চ প্রস্তুত করতঃ তন্মধ্যে বসিয়া পড়ে এবং চারি পাঁচ বৎসর তথায় যুদ্ধ চলিতে থাকে।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লা যখন চাহেন, বান্দাদিগকে গায়েবের খবর জানাইয়া দেন। এই যুদ্ধে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে এত গায়েবের খবর জানাইয়াছেন যে, পূর্ব্বকার যুদ্ধে তাহার দশাংশের একাংশও জানান নাই। আমি দেখিতেছি, ঘটনা এল্‌হাম অনুযায়ীই ঘটিতেছে। আল্লাহ্‌তা'লা হয়তো এই এলহামকে অন্য রূপেও পূর্ণ করিতে পারেন, কেননা, কখন কখন এল্‌হাম কয়েক রূপেই পূর্ণ হয়। কিন্তু এপর্য্যন্ত যত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে ইহাই মনে হয় যে, 'এব্‌ডিকেটেড' এর অর্থ—বেল্‌জিয়মের বাদশাহ্‌র সিংহাসন-চ্যুত হওয়া।

সুতরাং **মোমেনের আল্লাহ্‌র দিকেই দৃষ্টি রাখা উচিত এবং জার্ম্মান ব্রড্‌কাষ্ট কি বলে তাহা শুনিতে উদগ্রীব না হইয়া খোদাতা'লার রেডিও শুনিবার জন্য উৎসুক হওয়া উচিত।** ১৯১৪ সনে এল্‌হামের থিয়রি বর্ণনা করিতে গিয়া আমি বলিয়াছিলাম যে, আল্লাহ্‌তা'লার এলহাম সর্ব্বদাই অবতীর্ণ হইতেছে এবং মানবের মস্তিষ্কে এরূপ কল রহিয়াছে যাহা মানুষ কাজে লাগাইলে আল্লাহ্‌তা'লার বাণী শুনিতে পারে। তৎকালে রেডিওর নাম-গন্ধ ছিল না এবং আমি সাদা কথায়ই বিষয়টি বুঝাইয়া দিয়াছিলাম যে, **মানব-মস্তিষ্কে এরূপ কল রহিয়াছে যাহা আল্লাহ্‌তা'লার দিকে ফিরাইলে তদ্বারা মানব আল্লাহ্‌তা'লার বাণী শুনিতে পারে।** অতএব মানুষ তাহার মস্তিষ্ককে কেন এরূপ পরিষ্কার রাখে না যাহাতে সে খোদাতা'লার খবর শুনিতে পারে? মানুষের খবরে তো সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত থাকে। মানুষ আজ এক কথা বলে, কাল আর এক কথা বলে। কিন্তু খোদাতা'লার কথার সহিত একশক্তি থাকে। তাঁহার তরফ হইতে যে-কথা প্রকাশিত হয় তাহা কখনো পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না।

অতএব **আমি জমাতের বন্ধুগণকে উপদেশ দিতেছি, তাহারা যেন প্রত্যক্ষ ভাবে খোদাতালা হইতে জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করে** এবং এতদুদ্দেশ্যে কোরাণকরীম, হাদীস ও হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) কেতাব পাঠ করে।

এজালায়ে-আওহাম গ্রন্থে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন :—

"প্রত্যেক সৌভাগ্যশালী মোসলমানের দোয়া করা উচিত যেন সেই সময় ইংরাজের জয়-লাভ হয়, কেননা, এই জাতি আমাদের উপকার করিয়াছে এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বহু উপকার আমাদের উপর রহিয়াছে। বড়ই অজ্ঞ, বড়ই মূর্খ ও বড়ই না-লায়েক সেই মোসলমান যে এই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দ্বেষ পোষণ করে। আমরা যদি ইহাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করি, তবে আমরা খোদাতা'লার অকৃতজ্ঞ হইব।"

উপরুক্ত বাণী পাঠ করিয়াও যে বাহিরের সংবাদ শুনিয়া হাসি-খুসি করিয়া বলে—"অমুক জায়গায় ইংরাজদের পরাজয় হইয়াছে"—তাহার চেয়ে বে-ইমান আর কে হইতে পারে? খোদাতালার মসিহ বলেন, **প্রত্যেক মোসলমানেরই ইংরাজের কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করা উচিত,** আর এই ব্যক্তি বলে, দোয়ার কি আবশ্যক, ইংরাজের পরাজয় হইলেই ভাল। আমি তো এরূপ আহমদীকে "লানতী' বা অভিশপ্ত মানুষ মনে করি, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) দোয়া নিশ্চয়ই গৃহীত হইবে। আর যদি কোন বড় 'হেকমত' বা বিশেষ মঙ্গলের জন্য আল্লাহ-তালা এই দোয়া কবুল করা পছন্দ না-ও করেন তবু উপরুক্ত ব্যক্তির প্রতি নিশ্চয়ই লা'নত বা অভিসম্পাত বর্ষিত হইবে। কারণ সে খোদাতা'লার মসিহর শত্রুদলে দাঁড়াইয়াছে। আমরা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) রঙ্গে রঙ্গীন না হই তবে আমাদের ইমানের অর্থ কি? গুরুর সহিত কোন বিশেষ মস্‌লা বা বিধান সম্পর্কে মতভেদ হইতে পারে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট সীমার ভিতরে, কিন্তু 'মুকসুদ' বা উদ্দেশ্যে কোন মতানৈক্য হইতে পারে না। কোন ব্যক্তি যদি উদ্দেশ্যে মতভেদ রাখে তবে সে শিষ্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।

অতএব আমাদের জমাতের বন্ধুগণের উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, তাহারা যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে দায়ীত্বহীন ভাবে কথাবার্ত্তা বলে, তবে তাহারা ধর্ম্মের অরি এবং হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) শত্রুশ্রেণীভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

আহ্‌মদীর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রতি

পত্রিকার ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহাকে সাপ্তাহিক করিবার মানসে, ইহার সাইজ পরিবর্ত্তন করা গেল। বন্ধুগণ নিজ নিজ চাঁদা সত্বর আদায় করিয়া দিন এবং গ্রাহক বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট হউন।

তাহরীক-জদীদের বাৎসরিক সভা

১১ই আগষ্ট, রবিবার

ফেৎনা বা উপদ্রব নিবারণের উপায়

হজরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানির (আইঃ)

৭ই জুন, ১৯৪০, তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম

সুরা ফাতেহা পাঠের পর সর্ব্ব-প্রথম আল্লাহতা'লার দানের বর্ণনাস্বরূপ বেলজিয়মের বাদশাহ্‌র সিংহাসন-ত্যাগের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন :—

"আমি বিগত খোৎবায় বলিয়াছিলাম যে যদিও বেলজিয়মের বাদশাহ্‌ প্রকাশ্যতঃ সোমবার ও মঙ্গলবারের মধ্যবর্ত্তী রাত্রে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য নহে যে, ২৪শে ও ২৫শে তারিখের মধ্যবর্ত্তী রাত্রে—অর্থাৎ যখন আমার প্রতি এসম্বন্ধে এলহাম (ঐশীবাণী) হইয়াছিল তখনই—প্রকৃতপক্ষে তিনি আত্ম-সমর্পণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই সিদ্ধান্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ-তালা আমাকে তাঁহার বিষয় জানাইয়া দিলেন। এ সম্পর্কে কাল কিম্বা পরশু এক তার আসিয়াছে যে, বেলজিয়ম গবর্ণমেণ্ট এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, লিউপোল্ড আত্মসমর্পণের দুই দিবস পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যেন, তাঁহার পুত্রকে ফ্রান্স হইতে স্পেনে প্রেরণ করা হয়। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে, ২৪শে ও ২৫শে তারিখের মধ্যবর্ত্তী রাত্রেই তিনি আত্ম-সমর্পণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এবং তখনই এ-সম্পর্কে আমার প্রতি এলহাম হয়। ২৫শে তারিখ প্রাতঃকালে পুত্র সম্বন্ধে তার করার অর্থ এই যে, তৎপূর্ব্ব রাত্রেই তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যাহা ফ্রান্সের বিরুদ্ধাচরণ ছিল ; কাজে কাজেই তিনি তাঁহার পুত্রকে ফ্রান্স ত্যাগ করিতে বলেন। আমার এই এলহাম রাত্রি প্রায় একটা কি দুইটার সময় হইয়াছিল। ইউরোপের সময়-নির্ণয়ের দিক দিয়া তখন রাত্রি ৯টা ছিল। বোধ হয় তিনি ঠিক সেই সময়ই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি ২৫শে তারিখ তার দেন যেন তাঁহার ছেলেকে ফ্রান্স হইতে স্পেনে প্রেরণ করা হয়।

তাহরিক-জদীদ

অতঃপর আমি তাহরিক-জদীদের প্রতি বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। প্রত্যেক বৎসরই তাহরিকে-জদীদের চাঁদা ও কার্য্যতালিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আমি সভার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছি। এই সভা দ্বারা চেষ্টা করা হয় যেন জমাতের লোক সেই সভার পূর্ব্বেই নিজ নিজ ওয়াদাকৃত চাঁদা সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ আদায় করিয়া দেন। তা-ছাড়া সেই সভায় তাহরিক-জদীদের মোতালেবা বা কার্য্যতালিকা-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করা হয় যেন, জমাতের অভ্যাগত বন্ধুগণ তৎসম্বন্ধে অবগত হইতে পারেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এসব-কথা পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইতেছে, কিন্তু ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, যাহা মানুষের উপর বোঝ স্বরূপ হয় তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিলেই স্মরণ থাকে। এই কারণেই আল্লাহতা'লা কোরান-করীমে নামাজ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ আদেশ দিয়াছেন এবং 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহ-আকবর' শব্দও বহু বার আবৃত্তি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মানুষের অবস্থা অনবরতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। রসুল করীম (সাঃ) এযুগ সম্বন্ধে এই বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, মানুষ রাত্রি বেলায় মোমেন অবস্থায় শয়ন করিবে এবং প্রাতঃকালে কাফের অবস্থায় জাগিবে। সুতরাং যে-যুগে এত দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিবে বলিয়া রসুল করীম (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন সেই যুগে কোন গুরু বিষয় পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজনীয়তা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়।...

এই উদ্দেশ্যেই রসুল করীম (সাঃ) দৈনিক পাঁচবার নামাজের 'আজান' বা আহ্বানের আদেশ করিয়াছেন। স্মরণ রাখা উচিত যে, এই আজান এলহামী। কোন কোন সাহাবীকেও (রাঃ) এই আজানের শব্দসমূহ স্বপ্নযোগে বর্ণনা করা হইয়াছিল। এই আজান দ্বারা মোসলমান দৈনিক পাঁচবার নিজ 'আকায়েদ' বা ধর্ম্ম-মতের ঘোষণা করে। 'মোয়াজ্জেন', (আহ্বানকারী) প্রত্যেক বারই দুনিয়াকে জানাইয়া দেন যে, রাত্রীকালীন নিদ্রা হইতে জাগিবার পরও তিনি মোমেন ছিলেন এবং এখনো (অর্থাৎ আজান দিবার কালেও) তাঁহার 'আকীদা' বা বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্‌তালা ভিন্ন অন্য কোন 'মাবুদ' বা উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসুল। অতঃপর তিনি সাংসারিক কাজ-কর্ম্মে লাগিয়া যান এবং বহু-বিধ 'এবতেলা' বা বিপদাপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন। বহু লোক তাঁহাকে প্রতারিত করিতে প্রয়াস পায়, বিধর্ম্মীগণ আসিয়া বিভিন্ন কথা শুনাইয়া তাঁহাকে নিজ 'আকীদা' হইতে বঞ্চিত করিতে চায়। কিন্তু জুহরের নামাজের সময় হইলেই তিনি পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া ঘোষণা করিয়া দেন যে, অবশ্য বহু লোক আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বহু প্রলোভন উপস্থিত করিয়াছে, বহু লোক তাঁহাকে প্রত্যারিত করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু তথাপি তাঁহার 'আকীদা' তাহাই রহিয়াছে যাহা প্রাতঃকালে ছিল। অতঃপর আছরের সময় আসে। তখন তিনি কাজকর্ম্মে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, কারবারের লোকসান তাঁহার সামনে উপস্থিত হয়, বহুবিধ নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়, তখন পুনরায় তিনি

দণ্ডায়মান হইয়া ঘোষণা করেন যে, আছরের সময় আসা সত্ত্বেও তাঁহার ইমানে কোন ঘাটতি ঘটে নাই। অতঃপর অন্ধকার হইয়া যায়, দুনিয়াতে এক পরিবর্ত্তন আসে, অর্থাৎ দিন গিয়া রাত আসে, কিন্তু পুনরায় তিনি ঘোষণা করেন যে, রাত্রি আসা সত্ত্বেও এবং দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার আকীদা তাহাই রহিয়াছে যাহা প্রাতঃকালে ছিল। অতঃপর এশার সময় আসে, লোক শয়ন করিতে যায়, নূতন নূতন আশা পোষণ করে যে, আজকে কারবারে ঘাটতি হইলেও ভোর বেলায় নূতন ভাবে কাজ আরম্ভ করিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোর-ডাকাত ও সংহারকের ভয়ও মনে উদিত হয়, তখনো মোসলমান ঘোষণা করেন যে, "আল্লাই সকলের বড়, আল্লাই সকলের বড় এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসুল।" কেহ যদি চুরি-ডাকাতি বা খুনের অভিসন্ধি করে তাহা হইতে তিনি নিরাপদ, কারণ তিনি আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়া শয়ন করিতে যাইতেছেন।

বস্তুতঃ মানুষের মন পরিবর্ত্তন হইতে বেশী বিলম্ব লাগে না। তাই মোমেন ঘোষণা করেন যে, তিনি ভোর বেলায় যেমন মুসলমান ছিলেন এখনো তেমনি মোসলমান আছেন। রসুল করীমের (সাঃ) যুগেও এইরূপ পুনঃ পুনঃ ঘোষণার প্রয়োজন ছিল। বর্ত্তমান যুগ সম্বন্ধে তো রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, এ-যুগে এক ব্যক্তি রাত্রে মোসলমান অবস্থায় শয়ন করিবে, প্রাতে কাফের হইয়া জাগিবে, আবার রাত্রে কাফের অবস্থায় শয়ন করিবে, প্রাতে মোমেন হইয়া জাগিবে, অতএব এ-যুগে ইহা আরো অধিক আবশ্যকীয় যে, আমরা জগতকে বলিয়া দেই আমরা কি, এবং আমাদের আকায়েদই বা কি।

এই কারণেই আমি প্রত্যেক বৎসর তাহরিক-জদীদের জলসা করাইয়া আসিতেছি যেন, আমরা দুনিয়াকে বলিতে পারি যে, আজও আমরা সেই কথার উপর কায়েম আছি, তা'ছাড়া আমাদের নিজ মনও যেন তাহা স্মরণ রাখে, যে সকল বালক ইতিমধ্যে যৌবনে পৌঁছিয়াছে তাহাদের হৃদয়েও যেন ইহা বদ্ধমূল হয়।

সুতরাং আমি **এবারকার জলসার জন্য ১১ই আগষ্ট তারিখ নির্দ্ধারিত করিতেছি।** এই দিবস জলসা করিয়া তাহ্‌রিক-জদীদের মোতালেবা সম্বন্ধে বক্তৃতা করা হউক এবং ইহাদের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বর্ণনা করা হইক। বর্ত্তমান যুদ্ধ ইহাদের প্রয়োজনীয়তা অতি স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। আমি আশা করি, বন্ধুগণ—বিশেষ করিয়া জমাতের কর্ম্মকর্ত্তাগণ—এই জলসাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন এবং সিলসিলার পত্রিকাদিও ইহার গুরুত্ব জমাতের সামনে বিভিন্ন রূপে পেশ করিবে। আমি আরো হেদায়ত দেই যে, এই জলসায় পূর্ব্বে জমাতের পুরুষ, স্ত্রী ও বালক-বালিকাগণের পৃথক পৃথক জলসা করিয়া সেই সকল বিষয় তাহাদের সামনে পেশ করা হউক। তাহরিক-জদীদের সেক্রেটারীগণ এই সকল ছোট ছোট জলসার সাপ্তাহিক রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে এই চেষ্টাও করা হউক যেন এই জলসা অনুষ্ঠিত হওয়া পর্য্যন্ত চাঁদা পূর্ণরূপে বা অধিকাংশ আদায় হইয়া যায়।

ফেৎনার প্রতিকার

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) কতিপয় লোকের ফেৎনা-সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই ফেৎনা, প্রকৃত পক্ষে, জমাতকে জাগ্রত করিবার জন্য সৃষ্টি হয়। জমাতে এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা আহমদী হওয়ার পরও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করে নাই। আহমদীয়ত গ্রহণের পূর্ব্বে তাহারা দুনিয়ার প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট ছিল, আহমদীয়ত গ্রহণের পরও তাহারা দুনিয়ার দিকে তদ্রূপই আকৃষ্ট হইয়া আছে। অবশ্য ইসলাম দুনিয়ার কাজ করিতে নিষেধ করে না, বরং অনুমতি দেয়। নবীগণও এরূপ কাজ করিয়াছেন। হজরত দাউদ (আঃ) কাজ করিয়াছেন, হজরত ইব্রাহীম (আঃ) কাজ করিয়াছেন—তিনি কৃষিকার্য্যও করিতেন, আওলিয়া এবং সাহাবাগণেরও কাজ করার প্রমাণ আছে। ইসলাম যাহা নিষেধ করে তাহা হইল—দুনিয়ার কাজেই সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত হইয়া যাওয়া।

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংরাজ জাতির কোরবাণীর কথা উল্লেখ করেন। আজকাল ইংলণ্ডে কাহারো কোন ব্যক্তিগত ব্যবসাও নাই, সম্পত্তিও নাই। সকলের উপরই গভর্ণমেণ্টের কব্জা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের কোরবাণীর কথা পড়িলে অবাক হইতে হয়। এক বৃদ্ধ ব্যক্তি 'নেভী' বা নৌ-বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট যখন ঘোষণা করিল যে, ডেনমার্ক হইতে ইংরাজ সৈন্যকে বাহির করিবার জন্য সব রকমের জাহাজ ও নৌকার আবশ্যক, তখন ছয় ঘণ্টার মধ্যেই সহস্র সহস্র লোক নিজ নিজ জাহাজ ও নৌকা ইত্যাদি সহ উপস্থিত হইয়া বলিল, আমাদিগকে প্রেরণ করুন। তন্মধ্যে একটি নৌকার মালিক ছিল সেই বৃদ্ধ। সকলকেই পাঠান হইল। তাহারা দিবারাত্র কাজ করিল। এই বৃদ্ধও পুনঃ পুনঃ সীপাহীদিগকে নিজ নৌকায় করিয়া আনিল এবং দিবারাত্র এত পরিশ্রম করিল যে, ফলে তাহার পায়ে বাতক-ব্যাধি আক্রমণ করিল। কিন্তু তথাপি সে কাজ ছাড়িল না, এবং রুগ্নাবস্থায়ই শেষ পালা সম্পাদন করিল।

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) পুনরায় বলেন যে, জমাতের দুর্ব্বল লোকদের মধ্যে 'জুশ্‌' (উদ্যম) সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌তা'লা জমাতে ফেৎনার উদ্ভব করেন। যখন কোন ফেৎনা সৃষ্টি হয়, তখন দুর্ব্বল লোকদের মধ্যেও 'জুশ্‌' সৃষ্টি হয় এবং তাহারা বলিয়া উঠে, "এই সকল 'মোখালেফ' বা শত্রুতাচরণকারিগণের খুব 'মোকাবেলা' বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা চাই—তাহাদের বিরুদ্ধে খুব বক্তৃতা হওয়া উচিত ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া উচিত।" কিন্তু তাহারা যদি পূর্ব্বেই বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির বাবস্থা করিত তবে সেই 'ফেৎনা' সৃষ্টিই হইত না। এখনো যদি তাহারা নিজেদের সংশোধন করে এবং নিজেদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করে তবে আল্লাহ্‌তা'লা ফেৎনার গতি বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। এই ফেৎনা তো কেবল জাগাইবার জন্যই উদ্ভূত হয়। কোন ব্যক্তি যদি নিদ্রা হইতে জাগ্রত না হয় তবে আমরা তাহাকে ডাকি, তবু যদি জাগ্রত না হয় তবে জল-ছিটা দেই, তবু

যদি না জাগে তবে খাট উল্টাইয়া দেই। আল্লাহ্‌ তা'লাও তদ্রূপই করেন।

অতএব: নিজেদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করা উচিত, তবলীগে লাগিয়া যাওয়া উচিত, নামাজের পা-বন্ধ হওয়া উচিত এবং সর্ব্ব-প্রকারে নিজেদের 'এসলাহ্‌' বা সংশোধন করা উচিত। এইরূপ করিলে ফেৎনা-সৃষ্টি-কারিগণ নিজে-নিজেই চুপ হইয়া যাইবে। ইহাদের তো না জ্ঞানের দিক দিয়া কোন মর্য্যাদা আছে, না খোদাতা'লার তরফ হইতে ইহারা কোন সাহায্য-সহায়তা পায়। তাকুয়া বা ঐশী-প্রেম ও ঐশী-ভয় কি জিনিষ তাহা তাহারা জানেই না। কেবল বড়াই করাই তাহাদের লক্ষ্য। অতএব তাহাদের কথায় জমাতের কর্ণপাত করা উচিত নহে। তাহারা নিজেরাই ধ্বংস হইয়া যাইবে। জমাতের উচিত—নিজেদের সংশোধনে লাগিয়া যাওয়া, ধর্ম্ম-শিক্ষায় ও ধর্ম্মের অধ্যাপনায় রত হওয়া, জিহ্বাকে পবিত্র রাখা, গালি-গালাচ না করা এবং নামাজের পাবন্দী করা। কারণ এই সব ব্যতীত খোদাতা'লার 'ফজল' বা বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। জমাত যদি আত্ম-সংশোধন করে এবং তবলীগে নিরত হয় তবে ইহাদের ফেৎনা নিজে-নিজেই মিটিয়া যাইবে—কারণ ইহারা মিথ্যা বলে এবং মিথ্যাবাদী কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে না।

শিশুদের তরবীয়ত বা শিক্ষা

[হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি]

১। শিশুদিগকে পরিষ্কার রাখা উচিত, বাহ্যি-প্রস্রাব হওয়া মাত্রই তাহা ধুইয়া ফেলা উচিত, কেননা, বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রভাব মনের উপরও পতিত হয়।

২। শিশুদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার দেওয়া উচিত, যেন তাহাদের মধ্যে প্রবৃত্তি দমন করিবার, সময়-মত এবং মিলিত-ভাবে কাজ করিবার অভ্যাস গড়িয়া উঠে।

৩। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাহ্যি করিবার অভ্যাসও গড়াইয়া তোলা উচিত; ইহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সময়ানুবর্ত্তীতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

৪। পরিমাণ-মত আহার দেওয়া উচিত, যেন শিশুদের মধ্যে 'কানায়াত' (Contentment) এর অভ্যাস সৃষ্টি হয়।

৫। বিভিন্ন প্রকারের আহার্য্য দেওয়া উচিত, যেন বিভিন্ন 'আখ্‌লাক' বা নৈতিক গুণ সৃষ্টি হয়; কেননা, প্রত্যেক শাক-সব্জী ও খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন 'আখ্‌লাক' বা নৈতিক গুণ সৃষ্টি করে।

৬। শিশু বড় হইলে খেলা-ধূলা স্বরূপ তাহা হইতে কাজ লওয়া উচিত—যথা, "উমুক জিনিষটি ধরিয়া আন।"

৭। শিশু বা বালক-বালিকাদিগের মধ্যে আত্ম-নির্ভরশীলতার অভ্যাস গড়িয়া তোলা উচিত। কোন জিনিষ সামনে থাকিলে, এবং তাহা দেওয়ার যোগ্য না হইলে, তাহাকে বলিয়া দেওয়া উচিত—"এখন নয়, অমুক সময় পাইবে"; কিন্তু তাহা লুকাইয়া রাখা উচিত নয়, কেননা, ইহাতে তাহাদের মধ্যে চুরি করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিবে।

৮। শিশু বা বালকবালিকাদিগকে অধিক আদর করা উচিত নহে, কেননা তাহাতে তাহাদের নৈতিক চরিত্রে দুর্ব্বলতা সৃষ্টি হয়, বড় হইয়াও অপর লোকের আদরই পাইতে চায়।

৯। মাতাপিতাকেও একটু ত্যাগ স্বীকার করা উচিত। শিশুর যাহা খাওয়া উচিত নয়, মাতা-পিতারও তাহা খাওয়া উচিত নয়।

১০। রুগ্নাবস্থায় শিশুগণ সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যেন ভীরুতা, স্বার্থপরতা ও খিটখিটে মেজাজ সৃষ্টি না হয়।

১১। শিশুগণকে ভীতি-প্রদ গল্প না শুনাইয়া সৎ-সাহস বা বাহাদুরীর গল্প শুনান উচিত, যেন তাহারা সাহসী বা বাহাদুর হইতে পারে।

১২। পিতামাতার পক্ষে শিশুদের জন্য উত্তম 'আখ্‌লাক' বা চরিত্র-বিশিষ্ট সাথী নির্ব্বাচিত করিয়া দেওয়া উচিত।

১৩। শিশুদিগকে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত যেন তাহারা নিজেদের সুবিধা অপেক্ষা অপরের সুবিধাকে অগ্রগণ্য মনে করে।

১৪। শিশুদের হৃদয়ে এই প্রতীতি জন্মাইতে হইবে যে, তাহারা পুণ্যবান এবং সুশীল এবং তাহাদের পক্ষে গালি দেওয়া উচিত নহে, কেননা, গালি দিলে ফেরেস্তাগণ বলে, "সে-ও এইরূপই হইয়া যাউক"।

১৫। শিশুদের মধ্যে জিদ সৃষ্টি হইতে দেওয়া উচিত নহে। জিদ করিলে তাহাদের মনোযোগ অন্য দিকে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত এবং পরে জিদের কারণ দূরীভূত করিয়া দেওয়া উচিত।

১৬। শিশুদের সাম্‌নে মিথ্যা, অহঙ্কার ও কর্কশ বাক্য ইত্যাদি প্রয়োগ করা উচিত নহে।

১৭। শিশুদিগকে নেশা বা মাদকতার বস্তু হইতে দূরে রাখিতে হইবে, যেন তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে।

১৮। শিশুদিগকে পৃথক বসিয়া খেলা করিতে দেওয়া উচিত নহে।

১৯। শিশুদের মধ্যে দোষ স্বীকার করিবার অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিশুদের সাম্‌নে নিজেদের ত্রুটি গোপন করা উচিত নহে। তাহাদিগকে পৃথক ভাবে অন্যত্র নিয়া ভর্ৎসনা করা উচিত।

২০। শিশুদিগকে নগ্ন থাকিতে দেওয়া উচিত নহে।

২১। শিশুদিগকে কিছু অর্থ বা টাকাপয়সার অধিকারী করিয়া দেওয়া উচিত, যেন তাহাদের মধ্যে দান-দক্ষিণা করা, স্বাবলম্বন, আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা ইত্যাদি সদভ্যাস গড়িয়া উঠে।

২২। শিশুদের নিকট কিছু এজমালী ধনও থাকা উচিত, যেন তাহা তাহারা সকর্কতার সহিত রাখে। এইরূপে তাহারা 'কৌমী মাল' বা জাতীয় সম্পত্তির সংরক্ষণ শিক্ষা করিবে।

২৩। শিশুদিগকে 'আদব' (শিষ্টাচার) ও ভদ্রতা শিক্ষা দেওয়া উচিত।

২৪। শিশুগণ যেন ব্যায়ামশীল এবং পরিশ্রমী হয় তৎ-প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) অসিয়ত বা উইল

সম্প্রতি কতিপয় 'বজুরগাণ' স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) 'ওফাত' বা পরলোকগমন নিকটবর্ত্তী, তবে 'সদ্‌কা' দ্বারা তাহা টলিতে পারে। এই বিষয় হজরত আমীরুল-মোমেনীনকে (আইঃ) জ্ঞাত করা হইলে, তিনি জমাতকে আত্ম-সংশোধন ও ধর্ম্ম-সেবায় অধিকতর মনোযোগী হইতে উপদেশ প্রদান করতঃ স্বয়ং এই অসিয়ত করেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তির এক দশমাংশের মালিক সদর আঞ্জোমন আহমদীয়ায় হইবে—তাহা ইসলাম-সেবায় ব্যয়িত হইবে। অপর দশমাংশ দরিদ্র ও [illegible]র লোকদের সাহায্য কল্পে উৎসর্গীত থাকিবে।

উপরুক্ত স্বপ্নের কথা অবগত হইয়া জমাতের সর্ব্বত্র সকল আঞ্জোমন ও ব্যক্তি বিশেষ হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া দোয়া এবং বিভিন্নরূপ ছদকা করিয়াছেন ও করিতেছেন। বিগত ২৮শে জুলাই তারিখে আমাদের মাননীয় প্রাদেশিক আমীর মহোদয় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মস্‌জিদুল-মাহদীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের পক্ষ হইতে ২০৲ টাকা মূল্যের একটি ষাঁড় খরিদ করিয়া ছদ্‌কা করেন এবং হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া দোয়া করেন এবং এ-বিষয়ে হজরত আমীরুল-মোমেনীনকে (আইঃ) তার দ্বারা জ্ঞাত করেন।

বঙ্গীয় সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নি ও মোকামী আঞ্জোমন-সমূহের খেদমতে নিবেদন এই যে, তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া সদ্‌কা-খয়রাত ইত্যাদি করিবেন।

তাহ্‌রিক-জদীদের চাঁদা ও হজরত আমীরুল-মোমেনীনের দোয়া

বন্ধুগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, যে-সকল ভ্রাতাভগ্নি তাঁহাদের তাহরিক-জদীদের ষষ্ঠ বর্ষের ওয়াদাকৃত চাঁদা বিগত ৩১শে মে মধ্যে সম্পূর্ণ আদায় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) খেদমতে বিশেষ দোয়ার জন্য পেশ করা হইয়াছিল। এবং হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) তাঁহাদের জন্য দোয়া করিয়াছেন। এই মর্ম্মে প্রাদেশিক আঞ্জোমন আফিসে চিঠি আসিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আলফজল পত্রিকায়ও তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। তাহ্‌রিক জদীদের সেক্রেটারী মহোদয় পুনরায় জানাইয়াছেন যে, যে-সকল বন্ধু ১১ই আগষ্ট মধ্যে নিজ নিজ ওয়াদাকৃত চাঁদা সম্পূর্ণ বা শতকরা আশি ভাগ আদায় করিয়া দিবেন তাঁহাদের নামও হজরত আমীরুল-মোমেনীনের খেদমতে বিশেষ দোয়ার জন্য পেশ করা হইবে। অতএব বন্ধুগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, উক্ত তারিখ মধ্যে ৬ষ্ঠ বর্ষের ওয়াদাকৃত চাঁদা সম্পূর্ণ বা শতকরা আশি ভাগ আদায় করতঃ হজরত আমীরুল-মোমেনীনের বিশেষ দোয়ার ভাগী হইতে চেষ্টা করিবেন।

জগৎ আমাদের

কাদিয়ান সংবাদ

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ), হজরত উম্মুল্-মোমেনীন (মদঃ) এবং খান্দানে-নবুয়তের আরো কতিপয় ব্যক্তি অসুস্থ আছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বন্ধুগণ তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করিবেন।

প্রাদেশিক আমীর

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে, বিগত ১লা মে হইতে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা আল্-হজ্জ খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব বি-এ, বি-টি, হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) কর্ত্তৃক বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার আমীর নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে বগুড়া জিলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন, সম্প্রতি রিটায়ার করিয়াছেন। বিগত ৮ই জুলাই তারিখে তিনি এমারতের চার্জ্জ গ্রহণ করার জন্য ঢাকা দারুৎ-তবলীগে আগমন করেন। ৮ই জুলাই হইতে ২৫শে জুলাই পর্য্যন্ত তিনি দারুৎ-তবলীগে অবস্থান করতঃ প্রাদেশিক আঞ্জোমনের আর্থিক ও অন্যান্য অবস্থা পরিদর্শন করেন এবং উন্নতির বিষয় চিন্তা করেন। প্রাদেশিক আঞ্জোমনের বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কট দূরীভূত করা ও বাংলার তবলীগের প্রসার করা—এই দুই বিষয়ই তাঁহার মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে এবং এই দুই বিষয়ে জোনাব জেনারেল সেক্রেটারী সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করতঃ তিনি কতিপয় উপায় উদ্ভাবন করেন। অতঃপর ২৫শে জুলাই তারিখে তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া রওয়ানা হন এবং ২৭শে জুলাই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার অন্তর্গত সকল মোকামী আঞ্জোমনের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবানকে নিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদুল-মাহদীতে একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভায় আগামী প্রাদেশিক জলসার বিষয় আলোচনা করা হয়। এই আলোচনার ফলাফল ইন্‌শা-আল্লাহ্, আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে। ২৭শে জুলাই তারিখে তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে রওয়ানা হইয়া পথে ময়মনসিংহ কিয়ৎকাল অবস্থান করতঃ তথায় তবলীগের সুযোগ-সুবিধার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া ২৮শে জুলাই বগুড়ায় পৌঁছেন। বর্ত্তমানে তিনি বগুড়ায়ই আছেন। সিলসিলার কাজের জন্য এবং বাংলার তবলীগের প্রসারের জন্য তিনি যেরূপ আবেগ, উদ্দীপনা ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকই আমরা মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়াছি। আল্লাহ্‌তালা তাঁহার এই আবেগ উদ্দীপনাকে বর্দ্ধিত করুন

এবং তাঁহার প্রেরণাদায়ক ও উৎসাহ-বর্দ্ধক অস্তিত্বকে দীর্ঘকাল আমাদের মস্তকোপরি কায়েম রাখুন। বন্ধুগণ তাঁহার পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া করিবেন।

পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা

ইতিপূর্ব্বে আমরা কতিপয় বাঙ্গালী আহমদী ভ্রাতার বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার সংবাদ প্রকাশিত করিয়াছি। সম্প্রতি জানিতে পারিলাম যে, আরো কয়েক জন ভ্রাতা এবার বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদের নাম এবং যে যে পরীক্ষায় তাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা উল্লেখ করা গেল। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তালা তাঁহাদের এই কৃতকার্য্যতা তাঁহাদের নিজেদের জন্য এবং সিলসিলার জন্য মোবারক করেন।

নাম—	পরীক্ষা—
মৌলবী দৌলত আহমদ খান খাদিম বি-এল, কলিকাতা	কলিকাতা হাই কোর্টের এড্‌ভকেট পরীক্ষা
মিঃ অকিল বিন আবদুল কাদের, রাজসাহী কলেজ (তিনি বৃত্তি নিয়া পাস করিয়াছেন)	আই-এস-সি

মিঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী—রাজসাহী কলেজ—আই-এ

ঢাকায় তবলীগ-ডে ও খোদ্দামুল-আহমদীয়ার কৃতীত্ব

আমাদের বর্ত্তমান মাননীয় প্রাদেশিক আমীর খান্ সাহেব আল্‌হাজ মৌলভী মোবারক আলী সাহেব ঢাকা দারুৎ-তবলিগে পদার্পণ করিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় আহ্‌মদীগণের মধ্যে সাড়া পড়িয়া যায় এবং সকলে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বারগণের মধ্যে নূতন ভাবে কাজ করিবার প্রেরণা জাগিল। সকাল-সন্ধ্যায় মেম্বারগণ দারুৎ-তবলিগে একত্রিত হইতে লাগিলেন। দস্তুরমতো প্রত্যহ মগ্‌রেবের নামাজের পর কোরাণ ক্লাশ হইতে লাগিল এবং ফজরের নামাজান্তে হাদিস শরিফের বৈঠক বসিতে লাগিল।

প্রতি রবিবার দারুৎ-তবলিগের আঙ্গিনা পরিস্কার ও বাগানের সংস্কার কার্য্য নূতন ভাবে শুরু হইল। জোনাব আমীর সাহেব নিজ হস্তে আঙ্গিনা পরিস্কারের কার্য্যে যোগদান করিয়া খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বারগণকে উৎসাহিত করিলেন এবং তাহাদের লাজলজ্জা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাদের মধ্যে কাজ করিবার নূতন প্রেরণা জন্মাইয়া দেন।

গত মুসলিম তব্‌লিগ দিবসেও খোদ্দামুল আহমদীয়ার সমস্ত মেম্বার সুশৃঙ্খলার সহিত তব্‌লিগ কার্য্য সাধন করেন। সকল মেম্বার সহরের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ছড়াইয়া পড়েন এবং নিজ নিজ এলাকায় তবলিগ করিয়া দারুৎ-তবলিগে ফিরিয়া আসেন। জনৈক মেম্বার ঢাকা সহরের বাহিরে নারায়ণগঞ্জে যাইয়া সাহসীকতার সহিত তবলিগ কার্য্য সাধন করিয়া হাস্যমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আমাদের প্রাদেশিক আমীর—খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব এই তবলীগ-দিবসে ঢাকাতেই ছিলেন। তিনি আমাদের জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী বি-এ সাহেব সহ কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্র লোকের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাদিগকে তবলীগ করেন।

খোদ্দামুল-আহমদীয়ার উদ্যোগে দারুৎ-তবলিগে সাপ্তাহিক মিটিং হওয়ার প্রস্তাব চলিতেছে। শীঘ্রই সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

খোদা যেন আমাদের সকল কার্য্যে সহায় হন।

আহসানউল্লাহ চৌধুরী, বি-কম্ (২য় বর্ষ)
কেপ্টেন, খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়া, ঢাকা

দেবগ্রাম-খড়মপুরে তবলীগ-ডে

১৪ই জুলাই তবলীগ-ডে উপলক্ষে দেবগ্রাম-খড়মপুর আঞ্জোমনে-আহমদীয়ার মেম্বরগণ হেণ্ডবিল ও ট্রাক্ট বিতরণ করিয়া এবং লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ করিয়া তবলীগ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। কতিপয় ভ্রাতা খালাজুড়া গ্রামে ও [illegible]তলা সহরে যাইয়া তবলীগ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদের এই তবলীগ মোবারক করুন—আমীন।

কলিকাতা দারুৎ-তবলীগে শোক সভা

হজরত মীরজা শরীফ আহমদ সাহেবের পরলোকগতা কন্যা সাহেবজাদী আমতুল-ওদুদ বি-এ সাহেবার অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে ৭ই জুলাই তারিখে কলিকাতা দারুৎ-তবলীগে কলিকাতা আঞ্জোমনে-আহমদীয়া ও কলিকাতা খোদ্দামুল-আহমদীয়ার একটি মিলিত সভার অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতা আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর মৌলবী আবু মোহাম্মদ হুসসাম উদ্দীন হায়দার সাহেব—রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মৌলবী দৌলত আহমদ খান খাদেম সাহেব বি-এল বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর মরহুমার অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া এক মন্তব্য পাস করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলীসে-খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মাসিক রিপোর্ট

মাহে হিজরত সন ১৩১৯ হিঃ শাঃ মোঃ মে ১৯৪০ ইং

১। এই মাসে তবলীগ মোট ৯৩ জনকে করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৯ জন হিন্দু, অবশিষ্ট ৮৪ জন গয়ের-আহমদী।

২। এই মাসে ২২ জন রোগীর তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ২ জন আহমদী, অবশিষ্ট ২০ জন গয়ের-আহমদী।

৩। এই মাসে নামাজের জন্য ১১ জনকে তাকীদ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬ জন আহমদী, অবশিষ্ট ৫ জন গয়ের-আহমদী।

৪। এই মাসে ৮ জন গয়ের-আহমদী বিধবার তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে।

৫। এই মাসে ২ জন গয়ের-আহমদী গরীবের সাহায্য করা হইয়াছে।

৬। গত ৫ই মে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মজলিসে-খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বরগণের তত্ত্বাবধানে তাহ্‌রীকে-জদীদের ১৯টী মোতালেবা আহমদী মেম্বরগণকে বুঝাইবার জন্য—মৌড়াইল, নাটাই, ভাদুঘর, ঘাটুরা, আহমদী পাড়া, ক্রোড়া, দেবগ্রাম, শালগাঁও, সরাইল, তারুয়া প্রভৃতি স্থানে ১০টা সভা করা হইয়াছে।

৭। এই মাসে ৪ জন অতিথির সেবা করা হইয়াছে।

৮। এই মাসে মেম্বরগণ উর্দ্দু প্রাথমিক পুস্তক, তাকরীরাইন, কিশ্‌তীনূহ, ইত্যাদি কিতাব পাঠ করিতেছে।

থাকছার—
মোহাম্মদ ইছহাক লস্কর
কায়েদ মজলিসে-খোদ্দামুল-আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌ তা'লা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণ ভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতা'লার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌ তা'লার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতা'লার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌ তা'লা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনা বলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে—"তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন ..... এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"—এই ভাষায় হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা, এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করীমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে:—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কার রূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুল করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজা' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তা'লার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) আদেশ

যুদ্ধের আশু অবসান, মিত্র-শক্তির সফলকাম, ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের হেফাজত ও দ্রুত উন্নতির জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিতে হইবে।

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যথনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ **'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা**—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্মদী কার্য্যালয়,' ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা			মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম			"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম			"	৪৲
সিকি কলম			"	২॥০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ	পৃষ্ঠা		মাসিক	২০৲
" "	" অর্দ্ধ	"	"	১২৲
" "	৩য় পূর্ণ	"	"	২০৲
" "	" অর্দ্ধ	"	"	১২৲
" "	৪র্থ পূর্ণ	"	"	৩০৲
" "	" অর্দ্ধ	"	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম		মূল্য
Extracts from the Holy Quran	...	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings		8 *as.*
The Teachings of Islam	...	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions	...	12 *as.*
(Paper bound)	...	8 *as.*
The Imam of the Age	...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet	...	2 *as*
The Future Religion of the World		2 *as.*
The Message from Heaven	...	1 *a.*
Why I believe in Islam	...	1 *a.*
আহমদ চরিত	... ...	/০
চশ্মা-এ-মসিহী	... ...	/০
জজ্বাতুল হক (উর্দ্দু)	... ...	/০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান	... ...	/০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্লাম	... ...	৴১৫
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	... ...	৴৫
আমালেসালেহ্ (উর্দ্দু)	... ...	৸০
কিস্তিয়েনূহ	... ...	/০
আল-অসিয়ত	... ...	৴১০
আসমানী-আওয়াজ	... ...	৴১০

দ্রষ্টব্য—এজেন্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

মিনা কৃমি-নাশক

কৃমির কারণে শিশুদের (জ্বরে) জ্বরবিকার হয়, মুর্চ্ছা যায়। এমন ব্যধি নাই যাহা কৃমি হইতে না হয়। অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, অতিক্ষুধা, খেন্-খেনানী ও রাগী ভাব ইত্যাদি বহু কুলক্ষণ শিশুদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। উক্ত কৃমি-নাশক ঔষধ সেবনে কৃমি মলের সহিত বাহির হইয়া যায় এবং স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। মুল্য ৫ ডজন ॥/০

ঠিকানা—এম, এস, রহমান
১৫নং বকসীবাজার রোড, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).